চলুন মার্খা ভ্যালি

নিলয় চক্রবর্তী

[নিলয় যখন তখন যে কোনও অছিলায় হিমালয়ের দিকে বেরিয়ে পড়েন। কলকাতার ব্যস্ততা আর ভ্যাপসা বাতাস তাঁর বেশিদিন সয় না। পর্বতে অভিযান করেন করেছেন, কিন্তু আসল পছন্দের জায়গা মধ্য হিমালয়, ওখানকার গাছপালা পশুপাখি মানুষজন, তাদের সঙ্গে থাকা ... ছবি তোলার হাত খুব ভালো, এবং লেখালেখিরও ...]

করোনাকালে বাড়িতে বসে বোর হয়ে যাচ্ছিলাম, তাই বন্ধুরা মিলে ঠিক করলাম পাহাড়ে ক'দিন কাটিয়ে আসি। কোথায় যাবো এই নিয়ে আলোচনা শুরু হ'ল। আমাদের ছ'জনের মধ্যে রাজাদা (অনিন্দ্য মুখার্জী)-ই একমাত্র এসবের মাঝে পাহাড়ে গেছেন। আমি ও কল্লোল-দা (ডক্টর কল্লোল দাস) অনিয়ম কে নিয়ম করে নিয়েছিলাম। শরীরে ভালোমতোই জং ধরেছে এবং শরীর খুব জুতে নেই। দলে আমাদের আরও দুই সঙ্গী দুর্গাপুরের পার্থদা ও অমিতদা শারীরিকভাবে সক্ষম হলেও অভিজ্ঞতার ভান্ডার কম। জায়গা খোঁজ শুরু হ'ল যার শর্ত মাত্র এক - সুন্দর ট্রেক রুট ধরে দারুণ এক অ্যাম্পিথিয়েটার পৌঁছে যাওয়া যেখানে কার্যত পর্বত আরোহণ করা যাবে। অনেক আলোচনার পর মারখা-ভ্যালি ট্রেক কাং-ইয়াৎসে'র বেসক্যাম্প যাওয়া ঠিক হ'ল।

এই প্রবন্ধটি আমাদের ট্রেকিং বা ক্লাইম্বিংয়ের বর্ণনা নয়, এ একটি অনন্য সুন্দর ক্লাইম্বিং এলাকার কিছু শৃঙ্গ নিয়ে আলোচনা...। আরোহী বন্ধুরা যারা সবে পর্বতারোহণ শুরু করেছেন, তাদের জন্য এ-জায়গাটি স্বর্গরাজ্য। আবার রাজাদা-দের মতন অভিজ্ঞ পর্বতারোহীদেরও কিছু পাওয়ার আছে এই প্রবন্ধ থেকে।

আপনি মারখা ভ্যালি ট্রেক করে, বা চোগছ গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে চলে আসুন কাং-ইয়াৎসে'র বেসক্যাম্পে। আসার আগে আপনি লেহ্'র আই-এম-এফ অফিস থেকে আপনার পছন্দের পিকের

পারমিট করিয়ে নিন। মনে রাখবেন কোন এজেন্সির মারফত না গেলে আপনি পারমিট পাবেন না।

বেস ক্যাম্পের ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কাং-ইয়াৎসে'র দুটি চূড়ো (এক ও দুই) যারা সবে পর্বতারোহণে নেমেছেন তাদের সবচেয়ে পছন্দের চূড়োগুলির মধ্যে কাং-ইয়াৎসে টু (৬২৫০ মি) পড়ে।

অনেকে রাত দশটা নাগাদ শুরু করে সকাল আটটা বা ন'টার মধ্যে সামিট সেরে দুপুরের মধ্যে আবার বেস ক্যাম্পে ফিরে আসেন। প্রথমে অনেকখানি পাথরের ঢাল বেয়ে উপরে উঠে যাওয়ার পর বরফের ঢাল শুরু হয়। এইখান থেকে ক্রাম্পন পরে ক্লাইম্বিং শুরু। জায়গাটার নাম তাই ক্রাম্পন পয়েন্ট। বরফ-জুতো থাকলে ক্লাইম্বিং-এর সুবিধা হয়। এই পথটা সবাই রাতেই অতিক্রম করে। টেকনিক্যালি খুব কঠিন নয়, তবে ক্লাইম্বারদের এন্ডিওর‍্যান্স ও দমের পরীক্ষা নেয় শৃঙ্গটি। যাঁরা সবে শুরু করেছেন তাঁদের জন্য এই শৃঙ্গ আদর্শ। অনেকে আবার ক্রাম্পন পয়েন্টের নিচে একটা ক্যাম্প করে এগিয়ে থাকে। ছোট টিম হলে সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অবশ্যই জল নিচ থেকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কাং-ইয়াৎসে-২ এর সামিট থেকে এক ভয়ঙ্কর সুন্দর ট্রাভার্স করা যায় কাং-ইয়াৎসে-১ (৬৪৯৪ মি) এর সামিট পর্যন্ত। এই পর্বতটি আরেকটু কঠিন এবং বেস ক্যাম্পের দক্ষিণ পূর্ব দিকের হিমবাহ ধরে এগিয়ে গিয়ে ক্লাইম্ব করা যায়। বেস ক্যাম্পের পর আরও দুটি ক্যাম্প করার প্রয়োজন পড়ে। ইদানিং কালে ওয়ান আর টু এর মধ্যে ট্রাভার্স-টি পর্বতারোহীদের নজর কেড়েছে। তবে এটি অবশ্যই বিগিনারদের জন্য নয়। তবে ছোট টেকনিক্যালি সাউন্ড টিমের পক্ষে একটি আদর্শ অভিযান হতে পারে।

বেস ক্যাম্প থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে আপনার প্রথমেই যে পাথুরে পর্বতটি চোখে পড়বে সেটি হল রিপনিং মালাই রি (৬০৫০ মি)। নদী টপকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কিছু উপরে উঠে পড়ুন এবং ক্যাম্প করে ফেলুন আপনার সুবিধামতো। যে কোনও জায়গাতে ক্যাম্প করতে পারেন। তবে জল অবশ্যই নিয়ে যাবেন। ক্যাম্প থেকে ভোররাত্রে ক্লাইম্ব শুরু করে দিন। রিজের ওপরে চলে যেতে হবে। তারপর বরফের ঢাল ধরে সামিট মার্চ। প্রথম অভিযানের জন্য আদর্শ এই চূড়োটি নিমালিং থেকেও ক্লাইম্ব করা যায়।

নিমালিং ব্রিজের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। সেখান থেকে জোযনজ্ঞ (৬২৮০ মি) করা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শীতকালেও কিছুদিন এই পর্বতগুলো আরোহন করা হয়। আমাদের এই বাংলা থেকেও চেষ্টা হয়েছে। আশা রাখি আগামী দিনে কেউ সাফল্যের সাথে শীতকালীন অভিযান করবেন এই পর্বগুলোতে।
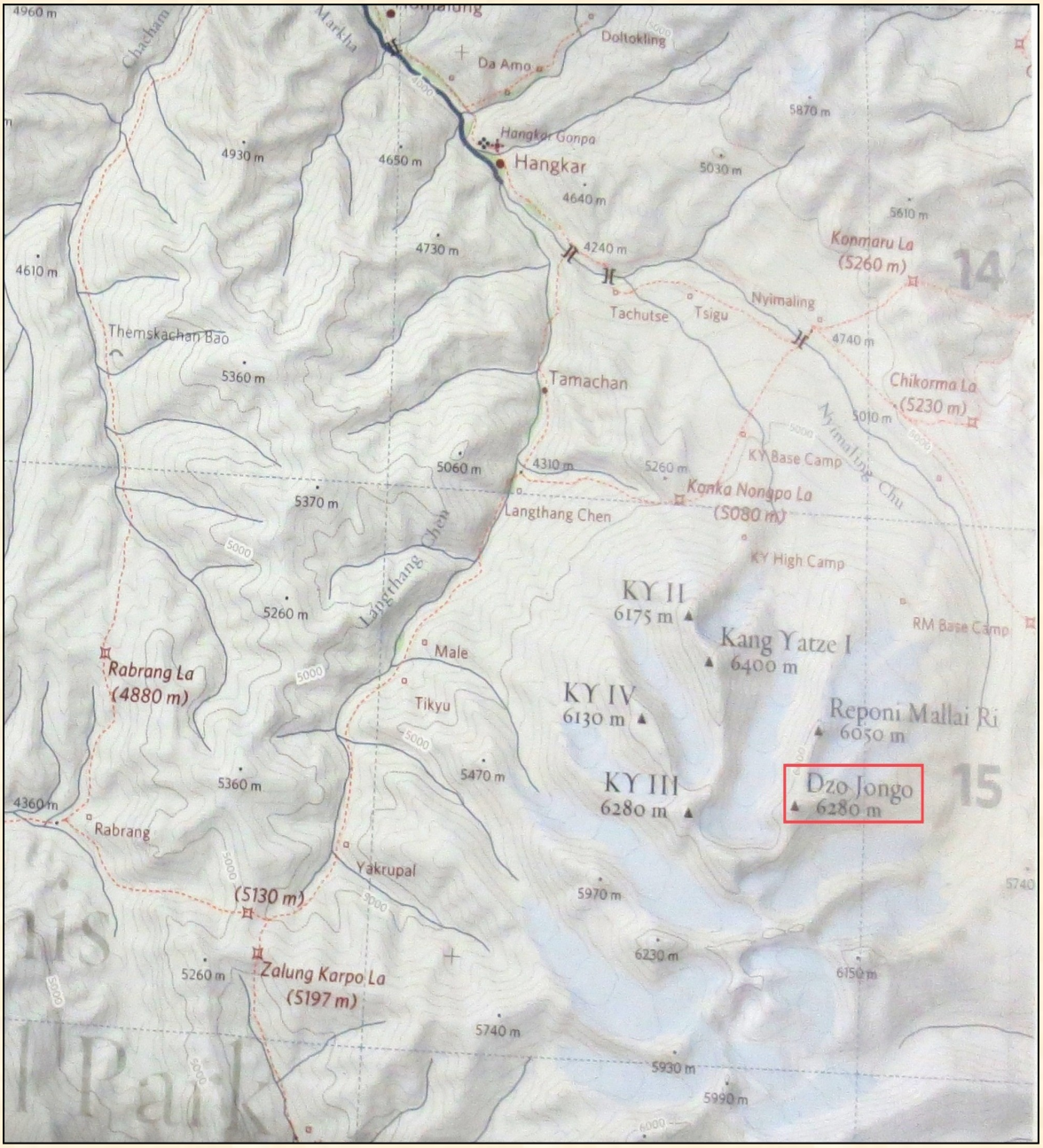
বিশ্বাস করুন, অসাধারণ অভিজ্ঞতা হবে।